MAR. 1 9 2

তারিখ ... ...
পৃঃ 4 কলাম ... 7 ......

এসএসসি পরীক্ষায় নকল

ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, যুগান্তরের কারণে ময়মনসিংহের ত্রিশালে এই বৎসরে
এসএসসি পরীক্ষায় নকল হয় নাই। গত বৎসর গণটোকাটুকির এমন মহোৎস
হইয়াছিল যে, ত্রিশালে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকিবে কিনা তাহা লইয়াই আতঙ্কিত ছিলে
ইখানকার শিক্ষক-অভিভাবক মহল। গত বৎসরের এসএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ
গলের মহোৎসবের খণ্ডচিত্র প্রকাশ করিয়া যুগান্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। তাহা
লে এই বৎসর এই পর্যন্ত ত্রিশালে নকল হয় নাই। তবে এই আনন্দের সংবাদের পাশাপাশি
মরা লক্ষ্য করিতেছি যে, দেশব্যাপী এসএসসিতে নকলপ্রবণতা কমিলেও তাহা ব্যাপকহারে
তরোধ করা যায় নাই। নকল প্রবণতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যাহত আহ্বান
বেদন এবং প্রশাসনিক ভীতির কারণে শিক্ষক মহলও ওই গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে সজাগ
চতন হইয়া উঠিয়াছেন। পেশাদার সন্ত্রাসীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহে এই বৎস
মন তৎপর নহে। তাহার পরও কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপকভাবে নকল হইতেছে এবং পরীক্ষা
ম দিনই ৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, কেন এমনটা হইয়াছে
াভাবেই হয়তো এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। উপজেলা সদরের বাহিরে পরীক্ষা কেন্
কবার ফলে নকলপ্রবণতা প্রতিরোধ করা যায় নাই বলিয়া কতিপয় শিক্ষক ও প্রশাসনে
হত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মন্তব্য করিয়াছেন। তবে, মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে শিক্ষা ব্যবস্থা
ন্তর্নিহিত দুর্বলতার ভিতরে। নগর-মহানগর, জেলা-উপজেলা এই চারটি সুবিধাপ্রা
াকার স্কুল-মাদ্রাসা অপেক্ষা গ্রামগঞ্জের স্কুল-মাদ্রাসায় পড়াশোনার মান অনেকটাই নিচু
ক্ষকগণ যেমন সেইখানে ছাত্রদের যথাযথ শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হইতেছেন তেমনই শিক্ষার্থীরা
নার্জনের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। গ্রামগঞ্জের স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার মা
তশয় নিচু হওয়ায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীরা নকলের আশ্রয় লইয়া থাকে। নক
রিয়া পাস করিলে নিজের এবং জাতির জন্য কিছুই করিতে পারিবে না— এই কথা তাহাদে
না থাকিলেও পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হইয়াই তাহারা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে
াঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে নকলপ্রবণতার ইহা একটি বড় কারণ। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক
তাদের বিশেষ করিয়া মাস্তানদের ছত্রছায়ায় নকল করা সহজ বলিয়াও গণটোকাটুকি বন্ধ
া এমনকি ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিজিল্যান্স টিম
লশ-বিডিআর নিয়োগ, ম্যাজিস্ট্রেটদের সরব উপস্থিতি সত্ত্বেও নকল ঠেকানো যাইতেছে না
ত গোড়ায় গলদ রাখিয়া পরীক্ষার্থীদের উপর দোষ চাপাইবার কোনও মানে নাই, এই কথ
ন নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি তাহাদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত
য়া না করিবে, ততদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় নকল চলিতেই থাকিবে। রোধ করা যাইবে না নকল
য়া পাস করিবার মোহ। অন্যদিকে স্রেফ সার্টিফিকেটের বদৌলতে যে সবসময় উপযুক্ত
রি মিলে না, এই সত্যের সহিত শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাইতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের
মানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষা যে জাতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক হইতে
র, এই কথাও শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের উপলব্ধি করিতে হইবে। সকল ছাত্রকেই সাধারণ শিক্ষ
তে হইবে, কেহই কারিগরি পথ বাছিয়া লইবে না, ইহা দীর্ঘদিন চলিতে থাকিলে
টোকাটুকির ফলে শিক্ষিতের হার বাড়িবে বটে, কিন্তু দেশ গঠনে যথোপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি
বে না। চলতি এসএসসি মরসুম হইতে পরীক্ষায় গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করিয়া বাংলাদেশের
কাকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, তবে মূল কারিকুলামে
চত্র্য না আনিলে সাধারণ শিক্ষিতের হার কেবল বাড়িবে, যা নকল করিয়া পাস করিবার
মল। আমরা এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সকল তরফের সচেতন কর্মউদ্যোগ প্রত্যাশ
া। কেননা, আমরা চাই, জাতি তার মানবসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত